রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ২৫, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ কার্তিক, ১৪২৩/২৪ অক্টোবর, ২০১৬

এস.আর.ও. নং ৩২০-আইন/২০১৬।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টর, অত:পর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিকগণের জন্য, "নিম্নতম মজুরি বোর্ড" কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিলে বর্ণিত মজুরির হারকে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরির হার হিসাবে এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিল, যথা:—

তফসিল

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	বন্দরের ধরন/প্রকৃতি	সর্বমোট মজুরি
গ্রেড-১: ১। সাধারণ শ্রমিক/লোডিং শ্রমিক/আনলোডিং শ্রমিক।	সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন স্থল বন্দর	স্থল বন্দর ব্যবহারকরীদের নিকট হইতে আদায়কৃত টন প্রতি লেবার হ্যান্ডলিং চার্জ শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে যথাক্রমে ৫০:৫০ হারে বিভক্ত করিয়া শ্রমিকগণকে ৫০% হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে।
	বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন স্থল বন্দর	স্থল বন্দর ব্যবহারকরীদের নিকট হইতে আদায়কৃত টন প্রতি লেবার হ্যান্ডলিং চার্জ শ্রমিক ও বেসরকারি অপারেটরের মধ্যে যথাক্রমে ৬৩:৩৭ হারে বিভক্ত করিয়া শ্রমিকগণকে ৬৩% হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

শর্তাবলী :

(১) উক্ত শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত সকল শ্রেণির শ্রমিকের পদবী, কাজের ধরন ও প্রকৃতি, চাকুরীকাল, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে উপরি-উক্ত তফসিলে, অত:পর তফসিল বলিয়া উল্লিখিত, উল্লিখিতভাবে গ্রেড ও শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ করিতে হইবে।

(২) উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তফসিলে উল্লিখিত হারে মাসিক ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত হইবে, যাহা বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণ বর্তমানে যে গ্রেড ও শ্রেণিতে কর্মরত আছেন সেই গ্রেড ও শ্রেণিতেই তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া বর্তমান প্রাপ্ত মজুরির সহিত সুপারিশকৃত বর্ধিত মজুরি যোগ করিয়া তাহাদের মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। কোন শ্রমিককে নিম্ন গ্রেড বা শ্রেণিভুক্ত করা যাইবে না।

(৪) এই প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিকগণকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরি রেজিস্টারভুক্তকরতঃ মজুরি স্লিপ প্রদান করিবেন।

(৫) তফসিলে বর্ণিত মজুরি নিম্নতম মজুরি হইবে এবং উক্ত মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রদান করা যাইবে না; তবে উক্ত মজুরি অপেক্ষা অধিক হারে মজুরি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

(৬) নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোন শ্রমিককে অধিক হারে মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) উক্ত শিল্প সেক্টরে কোন শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে উক্ত শ্রমিকও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫) অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোন শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। ঠিকাদার কোন শ্রমিককে নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কোনক্রমেই কম মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৮) শর্ত (৭) এ উল্লিখিত ঠিকাদার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১ এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৯) উক্ত শিল্প সেক্টরে কোন মালিক যদি কোন শ্রমিককে ফূরণভিত্তিক (piece rate) মজুরি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত মজুরির হার এইরূপে সংশোধন করিতে হইবে যেন তাহারা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের জন্য এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রাপ্ত না হন।

(১০) তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি ব্যতীত উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণ কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইয়া থাকেন, তাহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩৩৬ মোতাবেক বলবৎ ও অব্যাহত থাকিবে।

(১১) উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

(১২) এই সুপারিশের কোন অংশ প্রচলিত আইনের সহিত সাংঘর্ষিক হইলে সেই অংশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাকিলা জেরিন আহমেদ
উপসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd